দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... NOV. 1 3.1999
পৃঃ ১৭ কলাম ৩

বইয়ের বাজারে ভারতীয় আগ্রাসন

নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যসামগ্রী, বস্ত্র, প্রসাধন এবং কাঁচাপণ্যের মত বই বাজারেও ভারতীয় আগ্রাসনের নগ্ন থাবা বিস্তার লাভ করেছে বলে পত্রিকান্তরে খবর প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশী প্রকাশক এবং মুদ্রাব্যবসায়ে জড়িতদের ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে পড়ছে। উপমহাদেশের বৃহৎ বই বাজার বাংলাবাজারের ব্যবসায়ীদের অনেকেই চলমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যবসা পরিবর্তন করছেন বলে ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে। জানা গেছে, এক সময়কার অতি লাভবান মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংস্থার মালিকদের ব্যবসায়িক অবস্থা বর্তমানে ভালো যাচ্ছে না।

গত চার বছর যাবত বই বাজারে ভারতীয় আগ্রাসনের দাপটে দেশী প্রকাশনা সংস্থাগুলো কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারত থেকে চোরাপথে প্রতিদিন হাজার হাজার বই বাংলাদেশের মার্কেটে প্রবেশ করছে। শুধু চোরাপথে নয় প্রকাশ্য রুটে বই আসাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে না। এ কারণে ফুটপাত থেকে শুরু করে নগরীর অভিজাত বইয়ের দোকানগুলো ভারতীয় বই ও পত্র-পত্রিকায় সয়লাভ হয়ে গেছে। ভারত থেকে বিভিন্ন প্রকার ম্যাগাজিন, বইপত্র ছাড়াও প্রচুর পাঠ্যবই আনা হচ্ছে। বাংলাদেশের কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে বেশিরভাগ ভারতীয় বই পাঠ্য করা হয়। ফলে এসব স্কুলের ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ বই আসছে ভারত থেকে। এতে দেশী প্রকাশনা শিল্পের বই মার খাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রকাশকদের অভিযোগ রয়েছে যে, সরকার একদিকে প্রকাশনা শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর উপর অতিরিক্ত শুল্ক ও ভ্যাট আরোপ করছেন আবার বিদেশ থেকে মুদ্রিত বইসহ সকল ছাপা কাগজের ওপর শুল্ক রেয়াত করেছেন। ফলে কলিকাতায় মুদ্রণ খরচ কম হওয়ায় বেশী লাভের আশায় একশ্রেণীর প্রকাশক ভারত থেকে বই মুদ্রণ করে আনছে। দেশে ছাপা বই-এর মুদ্রণ খরচ বেশী হওয়ায় দাম বেশী পড়ছে, এতে ক্রেতা বাংলাদেশী বই কিনতে আগ্রহী হচ্ছে না। এ সুযোগে কলিকাতার বই এবং কলিকাতা থেকে মুদ্রিত বই উভয়ই এদেশী বাজারে বাণিজ্যিক ভীত দৃঢ় করছে। এক তথ্যে জানা গেছে, আগে প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশী প্রকাশনা সংস্থাগুলো থেকে প্রায় দু'হাজার সৃজনশীল বই প্রকাশ করা হতো। বর্তমানে এ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশী বই বাজার নষ্ট করার এবং ভারতীয় বইয়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বইয়ের দোকান খোলা হয়েছে। এসব দোকানে আপাতত আইওয়াশের জন্য কিছু বাংলাদেশী বই রাখা হলেও আসলে এগুলো ভারতে প্রকাশিত বই ও ম্যাগাজিন বাজারজাতকরণ এবং বিক্রয় স্বার্থ রক্ষার কাজ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশী প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন উপলক্ষের কার্ডসহ শিশু শিক্ষার বইসমূহ ভারত থেকে মুদ্রিত করে আনছে। এখানে স্মরণযোগ্য যে, এদেশে ভারতীয় বই ব্যবসা রমরমা হলেও ভারতে বাংলাদেশের বই বিক্রির ক্ষেত্রে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বর্তমান রয়েছে। ভারত এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে বই বাজারে প্রবেশ করে শুধু এদেশী প্রকাশনা শিল্পকেই ধ্বংস করছে না। তারা এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বই ও ম্যাগাজিনগত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ছড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের সমাজে। দেশের বই বাজার খ্যাত নিউমার্কেট, বায়তুল মোকাররম, বেইলী রোড, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, গুলশানসহ সর্বত্র ফুটপাত ও দোকানে ভারতীয় বইয়ের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে ও চোরাপথে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বই, পত্র-পত্রিকা এদেশে প্রবেশ করছে। বই, পত্র-পত্রিকাগুলো কার্যত সেন্সর করা হচ্ছে না। এভাবে প্রতিদিন অশ্লীল বই ও ম্যাগাজিন এদেশের বই বাজারে অনুপ্রবেশ করে এদেশের পাঠকের চিরকালীন ধ্যান-ধারণা, ধর্মবোধ এবং জাতীয়তাবোধে আঘাত হানছে। শিশুপাঠ্য বই, ম্যাগাজিন কিংবা কার্টুনে অত্যন্ত সুকৌশলে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করানো হচ্ছে। ব্যাঙ্গ, কৌতুকে মুসলিম লেবাস, মুসলিম নাম ব্যবহার খারাপ চরিত্রে মুসলমানকে চিত্রায়িত করা এমনকি কাশ্মীরী মুজাহিদদের উগ্রবাদী জঙ্গী হিসেবে আখ্যায়িত করে ছাপানো বই আগ্রাসনের মাধ্যমে আমাদের শিশু-কিশোর ও যুব চরিত্র বিভ্রান্ত করছে বলে আগেও অভিযোগ উঠেছিল। বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যাবে না। ভারতীয় লেখকরা তাদের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এদেশে প্রতি বছর এক দু'বার সফর করেন। তাদের খাতির-যত্নের ক্ষেত্রে এদেশের মোসাহেব লেখক ও বই ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত তৎপর হলেও ভারতে বাংলাদেশের লেখকদের বই বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা নেই। উপরন্তু এদেশের মোসাহেব লেখকশ্রেণী ভারতে গিয়ে অবজ্ঞা, অবহেলার শিকার তথা তিরস্কৃত হয়েছে— এমন নজিরও গত ২/১ বছরে দেখা গেছে। ভারত এরই মধ্যে অত্যন্ত সুকৌশলে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বই বাজার দখল থেকে শুরু করে বিপুলসংখ্যক পাঠকের বাজার সৃষ্টি করতে পেরেছে। তারা একদিকে প্রতিবন্ধকতাহীন চোরাবাজার অন্যদিকে প্রশ্রয়পূর্ণ পরিবেশে তাদের আগ্রাসনকে পোক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশী লেখক, প্রকাশক এবং মুদ্রণ শিল্পে জড়িত হাজার হাজার শ্রমিকের দুর্ভাগ্য পূর্ণভাবে নেমে আসার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার দরকার ছিল কিন্তু কার্যত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বাংলাদেশকে ভারতীয় বই আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের সময় এসেছে। দেশের মুদ্রণ শিল্প ও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সকলের স্বার্থে এ শিল্পের কাঁচামালের ওপর থেকে আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার করার দাবী বিবেচনা করতে হবে। সৃজনশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। ভারতীয় বই ও পত্র-পত্রিকার অবাধ অনুপ্রবেশ রোধ করার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। ভারতীয় বই, পত্র-পত্রিকার উপর সেন্সরশিপ আরোপ করার বিষয়টিও বিবেচ্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশ ভারতীয় বাণিজ্যের অবাধ ক্ষেত্র এ ধারণার রাশ টেনে ধরতে হবে। পাশাপাশি ভারতে বাংলাদেশের বই বাজার সৃষ্টি করা না গেলে ভারতীয় বই, পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও বিকল্প চিন্তা করা আবশ্যক। বই বাজারে ভারতীয় আগ্রাসনের ফলে এদেশের জাতীয় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা এবং মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রে যে ধস নামছে এ থেকে রক্ষার চেষ্টায় সকলেরই সচেতনতা কাম্য।